সংগঠন
বাংলাদেশ পূজা এসোসিয়েশন

সম্পাদক
Nikesh Nag

প্রকাশকাল
ফেব্রুয়ারী ২০১৪

স্থানঃ
সিডনি, অস্ট্রেলিয়া

প্রচ্ছদঃ
ফয়সাল অহমেদ

মুদ্রণেঃ

yellow 9697 9735
PRINTING & DESIGN
yellowprinting.com.au

Editor

Bangladesh continually faces religious turmoil, as the celebration of 'Saraswati Puja' ensues. As people have been tortured and killed over the years, Hindus have once again been rattled by a string of attacks in various districts of Bangladesh. Especially severe in Jessor, there have been few people accountable for destroying peace within the country. The ruling party also participated in the cowardly attacks on Hindus. Due to the fact that the majority of people are peace-loving however, we look towards immersing ourselves in worship and festivities that celebrate restoring peace and reinforce values that encompass fairness, mutuality and respect.
As we celebrate Saraswati Puja at the start of the New Year, our children begin school and university. One of the many reasons we publish a Saraswati Puja magazine, is to recognise the success of our young achievers for the HSC, OC and Selective School placements. This is to express our compliments to our young friends.
Ma Saraswati; being the "Goddess of Knowledge and Wisdom" bless our children as celebratory rituals proceed. It is important to acknowledge however, that education goes beyond reading, writing and arithmetic. As Einstein once stated, "any intelligent fool can make things bigger and more complex... It takes a touch of genius - and a lot of courage to move in the opposite direction." Looking beyond the realms of academia, it is crucial to recognize how a courageous individual can leave a mark in a world full of so-called educated "professionals". Education regarding lifestyle and humanitarianism, is not only an important investment in fostering a peaceful society, but enforces the concept of just and moral judgment, good governance and the elimination of disease and corruption in society. Perhaps if education was recognized as a priority, the aforementioned attackings would not be an issue today around the world. They say moksha (liberation) is only acquired when knowledge is obtained with love and devotion. It is only after we implement these principles gathered from this knowledge and awareness, that we will achieve universal prosperity.
On this note, we express our gratitude to our publishers, writers, parents who have sent their children's names, and anyone involved to publish articles and stories in our magazine.
We hope you feel welcome at our Puja and celebrate the day with lots of joy.

Nikesh Nag

Bangladesh Puja Association Australia

Executive Committee Members

President	Mr Dilip Dutta
Vice President	Mr Kazal Roy
Vice President	Mr Janmejoy Roy
General Secretary	Mr Upendra Dey
Treasurer	Mr Ranjan Dam
Cultural Secretary	Mr Jyoti Biswas
Publication Secretary	Mr Nikesh Nag
Organising Secretary	Mr Amit Saha
Entertainment Secretary	Mr Goutam Paul
Members:	Mr Kishore Das
	Mr Bidhan Roy
	Mr Sukumar Bhakta
	Mr Anadi Goswami
	Mr Ashok Das
	Mrs Lucky Saha
	Mrs Kankana Biswas
	Mr Loton Paul
	Mr Biswajit Das
	Mr Ganesh Bhomick
Public Officer	Mr Chandan Saha

Saturday February 08, 2014

Puja Start	: 11:00 AM	Puja Arati	: 4:30 PM
Pushpanjali	: 12:30 PM	Puja talks &	
Prasad Distribution	: 1:00 PM	Cultural Programme	: 5:30 PM
Lunch	: 2:00 PM	Raffle Draw	: 9:00 PM
Children art Competition	: 3:00 PM	Dinner	: 9:30 PM
Prodip lighting Competition	: 4:00 PM	Closing	: 10:00 PM

সভাপতির শুভেচ্ছাবাণী

মা সরস্বতী বিদ্যা, জ্ঞান ও সংস্কৃতির দেবী। মানব জীবনে বিদ্যা আহরনের প্রধান সময় বাল্য-কৈশর। তাই বড়দের সাথে সাথে জ্ঞান পিপাসু শিশু-কিশোরদের নিকট মা সরস্বতীর উপাসনা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সেই উদ্দেশ্যে যাতে করে আমাদের সন্তানদের এহেন পূজো অনুষ্ঠানে আরও বেশী সম্পৃক্ত করা যায় তার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

আজ যখন আড়ম্বরপূর্ণ ভাবে মা সরস্বতীর উপসনায় আমরা নিবিষ্ট, আমাদের বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের অসংখ্য শিশু-কিশোর-বৃদ্ধ সম্বলহীন, গৃহহীন হয়ে ভয়ে-ভীতিতে উন্মুক্ত আকাশের নীচে দিনাতিপাত করছে। আমরা ধীক্কার জানাই সেই মূঢ়, উগ্র ও সাম্প্রদায়িক অশুভ শক্তিকে যারা বারবার আঘাত হানছে হিন্দুদের উপর - লিপ্ত হয়েছে হিন্দু সম্প্রদায়কে নিঃস্ব করার প্রক্রিয়ায়, নিজেদের পৈশাচিক ব্যক্তি ও রাজনৈতিক স্বার্থ্য উদ্ধারের উদ্দেশ্যে।

মা সরস্বতীর উপাসনা এ সকল সাম্প্রদায়িক মূঢ় ব্যক্তি ও গোষ্ঠির কার্যক্রম বর্জন ও প্রতিহত করার অঙ্গিকার। বাংলাদেশ সহ বিশ্বের সকল মানুষের মধ্যে প্রকৃত জ্ঞনের আলো প্রজ্জ্বলিত হোক, সুন্দরের মহিমা বিকশিত হোক, সাম্যের গান ধ্বনিত হোক - এ বাসনায় মায়ের শ্রী পাদপদ্মে আজকের এ পুষ্পাঞ্জলী।

মাননীয় হাইকমিশনার সহ যাঁরা শুভেচ্ছাবাণী। প্রদানের মাধ্যমে আমাদের উৎসাহিত করেছেন এবং যাঁরা এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন করে আমাদের অনুপ্রাণিত করেছেন তাঁদের সবাইকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। বাংলাদেশ পূজা এসোসিয়েশনের কার্যকরী কমিটিসহ সাধারণ সভ্যগন যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও পৃষ্ঠপোষকতায় এ অনুষ্ঠান সার্থক হতে চলেছে তাদের সবাইকে আমার বিশেষ কৃতজ্ঞতা।

মা সরস্বতীর পরম কৃপায় আলোকিত হোক পৃথিবী, আলোকিত হোক পৃথিবীর মানুষ।
জয় মা সরস্বতী।

দিলীপ দত্ত
০৪০৮ ২০৬ ৭৮৯

সাধারন সম্পাদকের শুভেচ্ছা

জ্ঞানের আলোকে আলোকিত হতে এবং অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করার মনোবাসনা নিয়ে প্রতিবারের মতো এবারো বাংলাদেশ পূজা এসোসিয়েশন পালন করছে শ্রীপঞ্চমী তিথিতে সরস্বতী পূজা। সরস্বতী আরাধণার মাধ্যমে আমাদের সচেতনতার বিকাশ হয়। আর এই সচেতন মনেবৃত্তি নিয়ে আমরা সকল অমঙ্গল চিন্তা-ভাবনা পরিত্যাগ করে শুধুমাত্র ভালোকেই বরণ করবো।

অগনিত শুভাকাঙ্খী নানা রকম সহযোগিতা করেছেন বলেই আমরা এবারের পূজা successfully সম্পন্ন করতে পেরেছি। এসোসিয়েশনের পক্ষথেকে সবাইকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। এরকম সহযোগিতার ধারা অব্যাহত থাকবে এটাই আমাদের কামনা।
সকল পূণ্যার্থীদের জানাই আমাদের শুভেচ্ছা।

ধন্যবাদ
উপেন দে
০৪০৩ ১৭৯ ৪৭৬

HIGH COMMISSIONER

High Commission for the People's
Republic of Bangladesh
57 Culgoa Circuit, O'Malley
ACT 2606, Australia

16 January 2014

MESSAGE

I am delighted to know that Bangladesh Puja Association Australia Inc. is going to celebrate "Saraswati Puja" with due religious fervor and enthusiasm on 8th February 2014. On this auspicious occasion, I would like to take this opportunity to convey my best wishes to all members of the Hindu Community for their happiness, peaceful life and prosperity.

This will indeed provide facilitating environment for the children who achieved OC and selective school entrance and high results in HSC. I hope Bangladesh Puja Association Australia Inc. will continue their endeavours in providing such kind of encouraged events for the children in the years to come.

I wish a great success in the Saraswati Puja celebration by the Bangladesh Puja Association Australia Inc., and publishing a magazine 'Anjali'. I hope this will help to forging close bonding among community members.

Lieutenant General
Masud Uddin Chowdhury (Retd)

Tel : 61-2-6290-0511, Fax : 61-2-6290-0544, Email : hoc@bhcanberra.com

HIGH ACHIEVERS IN 2014

BANGLADESH PUJA ASSOCIATION, AUSTRALIA congratulates our young generation on their significant achievement in various fields. Well done and keep it up!!!

Placements in Opportunity Classes

Ryan Pandit

Father: Rajat Pandit
Mother: Dr. Chitra Pandit
Selected to study at Woollahra Public School

Aritree Das

Father: Krishna Das
Mother: Rinku Das
Selected to study at Greystanes Public School

Arinjay Saha

Father: Ashim Saha
Mother: Dr. Mita Saha
Selected to study at Blaxcell Street Public School, Granville

Placements in Selective Schools

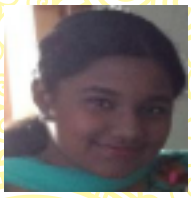

Aurpita Saha

Father: Alakesh Saha
Mother: Lucky Saha
Selected to study at Alexandria Park Community School

Arnab Bhattacharya (Hrithik)

Father: Paramesh Bhattacharya
Mother: Late Swapna Bhattacharya
Selected to study at Alexandria Park Community School

Shantanu Halder

Father: Ashoke Halder
Mother: Chandana Halder
Selected to study at Macquarie Fields High School

Sutapa Saha

Father: Swapan Saha
Mother: Shuvra Saha
Selected to Study at St. George Girls High School

Moumitha Dey

Father: Amiyangshu Dey
Mother: Supriya Dey
Selected to study at Sydney Girls High School

Debolina Chowdhury

Father: Subal Chowdhury
Mother: Priti Chowdhury
Selected to study at Baulkham Hills High School

Higher Secondary Certificate

Anannya Bhattacharya (Ritu)

Father: Paramesh Bhattacharya
Mother: Late Swapna Bhattacharya
Bachelor of Law & International Studies at University of New South Wales

Sharmistha Karmaker

Father: Anjan Karmaker
Mother: Shikha Karmaker
Bachelor of Nursing at University of Technology

Moumita Chowdhury

Father: Subal Chowdhury
Mother: Priti Chowdhury
Bio Medical Engineering at Sydney University

বিদ্যার সার্বজনীনতা, উৎসবের ধর্ম

--- অজয় দাশগুপ্ত

বাঙালির সরস্বতী প্রীতি অথবা সরস্বতী পূজা আমাকে যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত করে। বাংলার ইতিহাসে স্বচ্ছলতা বা ধনভারে অবনতা হবার ঘটনা বিরল। পাল সেন মোর্য গুপ্ত বা সুবেদার শাসিত বংগদেশে একতরফা আনন্দ উৎসব ছিল না, যে যখন যে ভাবে পেরেছেন লুণ্ঠন করেছেন। এই কিছুদিন আগেও বিতর্কিত এক লেখক বাংলাদেশের মানুষদের ছোট, ক্ষুদ্র, কালো এ জাতীয় বিশেষণে খাটো করে আমাদের বিশ্বাস ধর্মবোধ জীবন নিয়ে ব্যংগ করেছেন। শুধু বিদেশী লেখক নয় বাঙ্গালি নীরদ সি চৌধুরীও আমাদের ছেড়ে কথা বলেন নি। তাঁর আত্মঘাতী বাঙালি গ্রন্থে বাঙালির চেতনা, আচার, বিশ্বাস কে তুলোধুনো করা হয়েছে। একটা ব্যাপারে আমি কিছুতেই নিজের কাছে পরিষ্কার হতে পারি না। দরিদ্র, অশিক্ষিত, কৃষি প্রধান, উৎপাদন বিমুখ নামে পরিচিত বাংলার জন্য বিদেশীদের এতো আগ্রহ বা কোতুহলের কারণ কোথায়? লক্ষ্য করুন বৃটিশ ভারতে পরাধীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম শহীদ ও মুক্তিদাতা একজন বাঙালি। সূর্য সেন কলকাতাও কেউ ছিলেন না। কলকাতার কথা বললাম এই কারণে তখন শিক্ষা দীক্ষা ব্যবসা বানিজ্য তথ্যের অগ্রগতি এখনকার মত ছিল না। না ছিল বিজ্ঞান না প্রযুক্তি। ফলে এককেন্দ্রিক ও অচলায়তন বিশ্বের সব কিছু ছিল ধীর ও বিলম্বিত। কলকাতার তুলনায় মফস্বল বা গ্রাম সুদূর চট্টগ্রামের নিভৃত পল্লীর এই যুবক প্রথম বৃটিশ রাজশক্তির ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন। শুধু কি তাই? নারীশক্তির উদ্বোধন ও বিপ্লবী মন্ত্রে উজ্জীবিত হবার ঘটনাও ঘটেছিল বিদ্যুৎহীন, আধুনিকতাহীন, অনগ্রসর বাংলার চট্টগ্রামে। সূর্য সেন ও প্রীতিলতার মত বীরের জন্ম দেয়া বাংলাদেশ মূলতঃ অদিকাল থেকেই এক বিস্ময়।

যে কথা বলছিলাম বৃটিশ, মোগল, পাঠান বা ফিরিঙ্গিদের নেক নজরে পড়া বাংলার কিছু একটা ছিল। সে তার পান পাট বা অন্য যে সম্পদ হোক না কেন কিছু ছিলই, আর ছিল মেধা। মেধার দিকটা যে কত ব্যাপক আর আকর্ষনীয় বহুকাল পর এখন আমরা তা টের পাচ্ছি। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অহিংস রাজনীতিতে উজ্জ্বল গান্ধীজীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলি তাঁর কারণেই সুভাষ বোস কংগ্রেসের নেতা হতে পারেন নি, শ্রী অরবিন্দ ও রাজনীতি ছেড়েছিলেন ধর্ম ও আধ্যাত্মবাদে গিয়ে মানস লোকের সন্ধান দিয়েছিলেন।

বাঙালি আজ নিজেকে যত আধুনিক বা মডার্ন মনে করুক না কেন, আমাদের এই সব পূর্বপুরুষদের তুলুনায় আমরা এখনো পিছিয়ে। সম্ভবত সে কারণেই বাংলার সম্পদ ও প্রাচুর্য থাকার পরেও কোন শাসকই বংগদেশের উন্নয়নে বা অগ্রগতিতে মনযোগী হয় নি। আপনি চট্টগ্রামের কিছু গ্রামে গেলেই দেখবেন ভালো যোগাযোগ বা মূল শহরের সাথে অবকাঠামো নেই হবার পর ও কোথাও কোথাও বৃটিশ আমলের মজবুত সাঁকো, কালভার্ট বা ছোট এক ফালি রাস্তা। এর কারণ বিদ্রোহ দমনের জন্য তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাবার ব্যবস্থা। অবাধ্য সন্তানের মতো দ্রোহী ও স্বাধীনতা প্রিয় বাঙালিকে শাসকরা বরাবরই দমিয়ে রাখতে চেয়েছে। এতে তার ধন সম্পদ বা প্রাচুর্যে আগাত লাগলেও অন্য দিকটি অবারিত হয়েছে। পৃথিবীর আর কোন জাতিতে এত গায়ক, শিল্পী, সাহিত্যিক, কবি, নর্তক, নর্তকী, বাদ্যযন্ত্রী কিংবা বাউল দেখা যায় না। কি আশ্চর্য! পেটে ভাত নাই, পরনে কাপড় নাই, তারপরও সুরেলা কণ্ঠে গান গেয়ে ঈশ্বরের সন্ধান করেছেন এঁরা। রবীন্দ্রনাথেরও আগে লালন শাহের কীর্তি বা পরে রবীন্দ্রনাথের নোবেল জয়ের কালে পৃথিবীর বহু দেশে কবিতা বা করিব জন্ম হয় নি। অথচ আধুনিক বিশ্বের অনেক দূরে দাঁড়ানো সবুজ শ্যামল ছোট ভূখন্ডে প্রকৃতির আশীর্বাদের মতো প্রতিভার জন্ম দেখেছি। এ কারণেই হয়তো বা ধনের চেয়ে বিদ্যা বা মেধার প্রতি ঝোক আমাদের। বলতে দ্বিধা নেই বাঙালি হিন্দুরাই এ ব্যাপারে অগ্রণী। তারা ইংরেজ শাসনের বিরোধিতায় বিদ্রোহ করে স্বাধীনতা চাইলেও ইংরেজী শিক্ষা থেকে দূরে থাকেনি। প্রথম লাইব্রেরীর কনসেপ্ট বা ধারণা দেয়া ডিরোজিও কিংবা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ কোনটায় প্রতিবন্দক হয়ে দাঁড়ায় নি। হিন্দুদের এই উদারতা অথবা রাজনৈতিক দুরদর্শিতার কারণ কিন্তু ধর্ম বিশ্বাস। আমাদের ধর্মীয় মূল্যবোধ ও উৎস উদার প্রকৃতির। সে উদারতার স্রোতে সরস্বতী বহুক্ষেত্রে ধনের দেবীকে ফেলে এগিয়ে আছেন। যে কারণে লক্ষীপূজা ঘরে ঘরে হলেও সরস্বতী সার্বজনীন। ধনবঞ্চিত অভাবের দেশ এখন ধীরে ধীরে মাথা তোলা বাংলায় দূর্গাপূজা পর সরস্বতী পূজার মত সার্বজনীন কোন ধর্মীয় উৎসব নেই। লক্ষ্য করুন দূর্গার সাথে পূজিত হবার পরও তাঁকে কত চমৎকার ও আনন্দঘন ভাবে বরন করা হয়। নানা কারণে হিন্দুত্বের অনেক কিছুতে আমার অনাগ্রহ ও কৌতুহলহীনতার পরও সরস্বতী সাধনার প্রতি এই আগ্রহে আমি গর্বিত। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মন্তরে তা চালু থাকুক ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে তিনি বাঙালির মেধা ও বিদ্যার প্রতীক হয়ে উঠুন।

আঁধারের দৃপ্র প্রহরী

গীতালি চক্রবর্তী

আঁধারের অতন্দ্র প্রহরী তুমি,
সুপ্তিমগ্ন অত্যাচারিত জাতির ভাঙ্গালে ঘুম,
অত্যাচারের ঘটালে অবসান।
আপন বুকের আগুন ছড়িয়ে তৈরী কোরেছিলে দাবাগ্নির,
সে দাবাগ্নি জন্ম দিলো লক্ষ দাবানল।
সে তাপে, রাহুগ্রস্থ দক্ষিণ আফ্রিকা হ'লো রাহুমুক্ত,
পেল নানা বর্ণে রঞ্জিত আপন পতাকা।

বার্ধক্য তোমায় ছুঁয়ে যাবে ব'লে
তোমার জীবনের সাতাশ বছর ছিনিয়ে নিয়েছে ওরা,
ওরা জানেনা, যে হৃদয়ে আগ্নেয়গিরির বাস,
তাকে স্পর্শ করা বার্ধক্যের অসাধ্য কাজ।

তোমার সজিবতা, তোমার তারুণ্য,
জ্বলন্ত সূর্যকে মানিয়েছে হার।
সে আগুনে পুড়িয়েছে শ্বেতাঙ্গের দম্ভ,
অথচ, নিজেকে রেখেছো সে দম্ভের উর্ধে।
এখানে তুমি অনন্য।

নির্ভিক সৈনিক তুমি
ভয়ের সাথে নেই কোন আত্মিয়তা।
তাইতো তোমার কঠিন গারদে
পৃথিবীর আলো প্রবেশের ছিলোনা অধিকার।
পাছে, তোমার উদ্ধত নির্ভিক শ্বাস
আগুন জ্বালায় দক্ষিণ আফ্রিকার বুকে।
সে ভয়ে, গারদের জানালাটা ছিলো বড় ছোট।
মৃত্যুর বিভিষিকাময় কালো থাবা
তোমায় কোরেছে জর্জরিত।

নীলকণ্ঠের মতো তুমিও পান কোরেছো সেই বিষ।
দৃপ্র কণ্ঠে উচ্চারণ কোরেছো 'I am prepared to die'.
'আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত'।
মৃত্যু মাথা নুইয়েছে তোমার নির্ভিক বিশ্বাসের কাছে।

তোমার বাসনা -
রক্তের রং এর মতো কালো-সাদা হবে এক,
শ্বেতাঙ্গের দাসত্ব থেকে মুক্তি পাবে 'কিন্তাকুন্তেরা'।
'Root' এর হবে মৃত্যু।
নব জীবনের সাথে হবে ওদের মহামিলন।
সেই মাহেন্দ্রক্ষনের অপেক্ষায় ছিলে তুমি।

এলো সেই মাহেন্দ্র লগন।
শ্বেতাঙ্গের অস্তিত্বের ঘটালে অবসান,
দীর্ঘ সাতাশ বছর পর ফিরে এলে
আলোর জগতে।

কতো স্বাভাবিক তুমি, হে রুদ্র।
সাতাশের অন্ধকার পারেনি তোমার
জ্যোতির্ময় হৃদয়কে ছুঁতে।
সেখানে চলেছে আলোর মাতন, আলোর অভিসার।

ঋজু ভংগিতে, অদম্য সাহসে, দৃঢ় পায়ে,
আর,
বিজয় উল্লাস নিয়ে
বেড়িয়ে এলে অন্ধকার থেকে
তোমার তৈরী স্বাধীন জগতে।
একদিকে আনন্দ অশ্রু, অপর দিকে,
তোমার জয়ধ্বনিতে মুখিরিত হ'লো
দক্ষিণ আফ্রিকা।

সাদা-কালোর ভেদ না কোরে বুকে বুক,
হাতে হাত মিলালে সবার সাথে।
সাদারা আজ শ্রদ্ধার সাথে স্বীকার কোরেছে
তোমার শক্তির ঐশ্বর্যকে।
কেননা, তোমার পরশে অনুভব কোরেছে
সে ঐশ্বর্যের ক্ষমতা।
তারাও আজ, তোমার আলোকে আলোকিত।

সারা বিশ্বের শিক্ষক তুমি।
তুমি শেখালে মানুষের রং এ কোন প্রভেদ হয় না,
প্রভেদের জন্ম মনুষ্যত্বে আর হৃদয়ের অনুভূতিতে।
তাইতো, তুমি তোমার দেহরক্ষী কোরলে সাদাকে,
যারা তোমায় কালো বলে কোরেছিলো ঘৃণা।
সেদিন তোমার ভয়ে যারা
আপন দেশের দিকে মুখ কোরে ছিলো,
তোমার মানবতার আভায় পেলো তারা
দক্ষিণ আফ্রিকায় নিশ্চিন্ত আশ্রয়।

হে বিশাল!
মৃত্যু তোমার পঁচানব্বই বছরের দেহটাকে মাত্র ছুঁয়েছে,
ছুঁতে পারেনি তোমার পবিত্র নাম আর আত্মাকে।
তুমি মৃত্যুঞ্জয়ী!
মৃত্যুকে জয় করে লভিছো অমৃতের স্বাদ।
সমগ্র বিশ্বের বুকে আজ তুমি
মৃত্যুঞ্জয়ী নেলসন ম্যান্ডেলা।

হে মহামানব!
মিলিয়ে ফেলেছো তোমার প্রত্যাশার অংকটাকে।
শ্বেতাঙ্গের খাতায় পড়ে রইলো
বিশাল অংকের শুধুমাত্র 'শূন্য'টা,
যার নেই কোন আপন অস্তিত্ব।

হে দিগবিজয়ী বীর!
তোমায় প্রণাম।

Do the Gen Y realise how lucky they are?

Tushar Roy

"Youth is the best time to be rich, and the best time to be poor". Euripides

"The biggest adventure you can take is to live the life of your dreams". Oprah Winfrey

Let's start with imagining a life where the following do NOT exist:

- mobile phones (iPhones/androids), iPod, iPad or even fixed line phones at your home

- internet, email, social networking tools (Facebook/Twitter), computers, satellite channels, even TVs

If you ask it to today's 20-somethings, they will not only refuse to believe but may also be badly traumatised to imagine such a 'terribly unreal' life. They might think the 'Doomsday' would look much better than that! This is the Gen Y (generation Y) aka the Millennials, born between the early 1980s and the early 2000s. They are the children and/or grandchildren of the Gen X (generation X, born in the early 1960s to early 1980s) and Baby-boomers (born in between mid-1940s to early 1960s).

The Gen Y-ers will give the same response regardless what their parent's or grandparent's origins are - be it a mainstream western society or a 'third world' nation (that's what it used be called until two decades ago). But that's the life the Baby-boomers and Gen X had - during their childhood, youth and part of their adulthood.

Well, it was even worse in a third world country. The only media they had were the transistor radios and the newspapers, while the latter was limited in the big cities and towns. And the existence of TVs was limited to a countable few well-to-do families in the metropolitan communities until early 1970s.

In such a setting they grew up, firstly with mercy of the almighty God as they had to survive the abuses of the quacks, superstitious and uneducated society on diseases and health-related matters. Then they received their education from primary to university that rarely had any support and guidance from anyone in the family or community, making it an arduous venture for them. Many of them had to support themselves financially from the time they started at high school. Needless to say, their education (and life) was supported by the scanty resources, information and networks that were available locally only.

If that sounds terrible, think about the life of the Baby-boomers and Gen X in a rural area in those 'third world' nations. They didn't even have those few facilities and luxuries that the cities had, like electricity, gas, cars, trains, running water, even proper gravel roads. Transportation was either by boat or carts. But the common people simply relied on their feet to go any distance. And the houses they lived were prone to heavy rains and storms.

Moving on, they followed a career path that was often unrelated to their higher education. Because the economies of those nations were at the subsistence level with the dominant agrarian sector, the industrial or service sector couldn't flourish to provide enough employment to the educated population. Hence the employment prospect was poor, and so was the income potential. This (catch-22) situation created a 'vicious cycle' of poverty in the society leading to a lower standard of living. Migrants from those nations who are in their 60s and 70s are the living evidence of this generation.

Unlike the present days, they didn't have much choice or scope to study diverse range of disciplines or courses and then choose a related career path. Neither there existed many educational institutions. The only mode of attendance was classroom. In this day and age, anyone from any part of the world can study a course with a university or institution on the other side of the world sitting in their lounge room.

The same goes for the employment opportunities. The advancement of civilisation has unveiled unlimited needs, wants and issues of the human society. That has, in turn, created numerous business, service and thus employment opportunities. Everyone in the modern society can access the information at their finger tip. Due to highly developed transportation and communication systems, people can travel a great distance at a short time and communicate globally in real time. That enables people to become omnipresent globally.

The resultant effect of the above has been the astronomical increase in the scope and mobility in the labour markets globally. A stock/share trader can do the tradings or transactions from any country at any time – even lying lazy on a beach in Hawaii, a lecturer can deliver a lecture to thousands of students globally via online, a surgeon can operate on a patient online, a business can run online or telephone customer service twenty-four-seven from any country or a combination of countries, and the list goes on. Thus the opportunities for various professions and individuals have exceeded beyond all boundaries. This is the age of the Gen Y, literally a

life termed as "a bed of roses" compared to its predecessors, Baby-boomers and Gen X. It simply doesn't get any better than this.

Yes, we have unanimously established that the Gen Y is unbelievably lucky. But that's only half of the point of this article. The discussion hitherto has merely laid the foreground. The main point is to do the anatomy of the Gen Y i.e., analyse their characteristics by focusing on the behaviours and attitudes. In other words, do their contributions to the society commensurate the privileges, benefits and advantages they enjoy?

In its article ("Millennials: The Next Greatest Generation?") dating 9 May 2013, the Time magazine commented the Gen Y as the "Me Me Me Generation". It said, "They're narcissistic. They're lazy. They're coddled. They're even a bit delusional. Those aren't just unfounded negative stereotypes … they're backed up by a decade of sociological research."

According to another poll conducted by the magazine, the Gen Y wants more 'me time' on the job, and nearly nonstop feedback and career advice from managers. They're ungrateful, non-committal, yet with an overblown sense of "entitlement" about salary, time off and career progression.

The USA Today report on 15 March 2012, based on a study, said the Millennials as "more civically and politically disengaged, more focused on materialistic values, and less concerned about helping the larger community than were Gen X and Baby Boomers at the same ages. It also commented that the "trend is more of an emphasis on extrinsic values such as money, fame, and image, and less emphasis on intrinsic values such as self-acceptance, group affiliation and community."

The study was based on an analysis of two large databases of 9 million high school seniors or entering college students. It also had some contrasting observations, characterising them being more open-minded, and more supportive of gay rights and equal rights for minorities, they are confident, self-expressive, liberal, upbeat and receptive to new ideas and ways of living.

While the behaviours of the Gen Y members can vary widely depending on the background of the interviewees in those studies (i.e., westerner or a migrant), some of their common characteristics can be easily understood. The Baby-boomers have experienced so many uncertainties in their lifetime including the impact of the Great Depression and World War II as well as other crises domestically and globally. The Gen X has also experienced much political and financial instability. All that instability and insecurity have created a tendency in them to find something stable and secured. In contrast, the Gen Y, without that bitter experience, has no reason to seek 'stable' or 'secured' lifestyle.

Another reason for the difference in Gen Y attitude is that many concepts like community, environment, good governance, global politics, human rights, multiculturalism have evolved in the recent time that have influenced the Gen Y to shape up their psyche in a much different way than their predecessors.

Regarding Gen Y's attitude to employment, surely they want a stable source of income but that can't be a mercenary, rather a satisfying and rewarding one, a desire for work that means something, work that allows them feel like they are contributing to something bigger than themselves. To have it they have two options, either they found the job that had these qualities, or they found a job that consumed a minimum of their energy, time and identity, and thus affording them the freedom they needed to pursue meaning, satisfaction and a social contribution outside paid employment.

It is important to note here that this disaffection with work is not limited to the youngest members of our societies. This may not appear and disappear at the boundaries of a single generation. Personal situation like skills shortage, differences in language, culture and values can also cause such disaffection.

However, before any further we do, let us make the most important point that we started the discussion with. And that's the contributions we, as the Baby-boomers and Gen X, wish to see from the Gen Y, especially those who come from the migrant families. This contribution, in no way, means that they have to pay back to their families. Rather it means achieving much more by them in all fronts, education, business, research, innovation, entrepreneurships, cultural and creative pursuits, community services etc.

Gen Y is exceptionally lucky and privileged with all kinds of support, guidance and information. Hence taking challenging initiatives by exploring the opportunities available to them, they should be much more productive and accomplished than all the previous generations. Such initiatives would definitely give them the opportunity to turn their 'job' into 'follow the passion' and thus 'fulfil the dream', which are the modern-day catchphrases in career discussions.

And by adopting such an attitude and approach they would achieve much more individually that would definitely benefit themselves and their family, community and eventually the nation.

(A sonnet)
The Jungle

- Aritree Das

The jungle is a very peaceful place,
With lions, tigers, bugs and huge space.
Each tree has fresh leaves with dew hanging down,
But the jungle is no place like town.
All the adventures you have would be fun,
Do not carry a bag weighing a tonne.
Explore all the parts and become well known,
Throw out all the gadgets like a phone.
Learn how to survive and live on your own,
Your home would fully made out of stone.
To enter the jungle there is no cost,
When it is winter watch out for the frost.
So the jungle is great place to go,
Now pack your bags and get out in a blow.

Maa Saraswati

Ipshita Datta

Maa Saraswati is daughter of Lord Shiva and Goddess Durga. She is dressed in white- symbol of purity. She rides on a white swan symbolizing Swatta Guna or purity and wisdom. In Hinduism, Maa Saraswati is the manifestation of God for knowledge, intelligence, consciousness, music, the arts, eloquence and power. Saraswati has different names in different countries. She is known as Thurathadi in Burmese, Tipitaka in Medaw, Bianaitian in China, Benzaiten Japan and Surasawadee in Thai. It is believed that Goddess Saraswati endows human beings with power of speech, wisdom and learning. We worship her not for academic knowledge but for divine knowledge.

I pray to Saraswati Maa for buddhi, taal, taan, sur and knowledge. When I am happy, it feels like Maa Saraswati is sitting inside me.

Joy Maa Saraswati.

হে মা দেবী সরস্বতী

পরম ঈশ্বর নিজের জ্ঞানকে যে দেবতারূপে প্রকাশ করেন তার নাম দেবী সরস্বতী। সরস্বতী বিদ্যার দেবী, জ্ঞানের প্রতীক। বেদে আছে সরস্বতী জ্যোতির্ময়ী আধিষ্ঠাত্রী দেবী। সরস্বতী দেবী সংগীত, নাট্যকলা, নৃত্যকলা, ভাস্কর্য্য সকল প্রকার সৃষ্টিশীল এবং জ্ঞান বিজ্ঞান প্রদানের দেবী। তিনি আমাদের সকল প্রকার জড় জাগতিক জ্ঞানের সাথে আধ্যাত্ম-জ্ঞান প্রদান করেন। সরস্বতী দেবীর ধ্যান অনুসারে তাঁর গায়ের রং সাদা অর্থাৎ সাদা চন্দ্রের মতো তাঁর শোভা। তাঁর বসন-ভূষণ সবই সাদা। তিনি সাদা পদ্মের উপর বসে থাকেন। তাঁর এক হাতে বই আর এক হাতে বীনা। তাঁন বাহন সাদা হাঁস। সেই শুদ্ধ সত্ত্বগুণের দেবী সরস্বতীকে আমরা প্রণাম করি।

মাঘ মাসের শুক্লপক্ষে পঞ্চমী তিথিকে সরস্বতী দেবীর পূজা করা হয়। সরস্বতী জ্ঞানের প্রতীক। জ্ঞান হচ্ছে স্বচ্ছ বা পবিত্র। জ্ঞান শব্দের মানে চেতনাবোধ বা বিবেচনা। তাই সরস্বতী দেবীর গায়ের রং সাদা। সরস্বতী বাহন সাদা রং এর হাঁস। ইহার তাৎপর্য্য এই সাধক যখন পরমহংস প্রাপ্ত হন। যেমন জল আর দুধ এক সংগে মিশিয়ে দিলে হাঁস দুধটুকু গ্রহণ করে জলটুকু ত্যাগ করে। জ্ঞানী ব্যক্তিরা তেমনিই অবিদ্যা বা অসার বস্তু বাদ দিয়ে বিদ্যা বা সারবস্তু গ্রহণ করেন। সরস্বতী দেবী আমাদের মূর্খতা বা অজ্ঞানতা দূর করে আমাদের মন জ্ঞানের আলোকে আলোকিত করেন। যেমন কালীদাস সরস্বতীর কৃপায় মূর্খতা-অজ্ঞানতা দূর করে মহাপন্ডিত হয়েছিলেন। সরস্বতী দেবীর হাতে বীনা থাকে বলে তাঁর আরেক নাম বীনাপানি। বীনা মহানাদ ‘‘ওঁ’’ কারের প্রতীক। পুস্তক অনন্ত যৌবন সম্পন্না জ্ঞানের প্রতীক। জ্ঞানীগণ পুস্তকের মাধ্যমে জাগতিক জ্ঞান ও পরাজ্ঞান বা আধ্যাত্মজ্ঞান লাভে সমর্থ হন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্বপ্রথম সরস্বতী পুজা করেন। তারপর ব্রক্ষা, বিষ্ণু, মহেশ্বর তাঁরাও সরস্বতী দেবীর পূজা করেন। বর্তমানকালে সরস্বতী পূজা মূলত শিক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পূজা হয়। বিশেষ করে স্কুল,কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং প্রত্যেক হিন্দু ধর্মাবলম্বীর ঘরে ঘরে সাড়ম্বরে সরস্বতী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। মাঘ মাসের শুক্লা শ্রীপঞ্চমী তিথিতে বিদ্যাদেবীর আরাধনা করলে ক্রমে মানব হৃদয়ে তাঁর কৃপায় জ্ঞানের আলো জ্বলে উঠে। শ্রদ্ধাশীল জ্ঞানী ভক্তের মনোবাসনা পূরণ হয় জ্ঞানদায়িনী সরস্বতী দেবীর শুভাগমনে। সরস্বতী পূজায় সমস্ত উপকরণ শ্বেতবর্ণের লাগে যেমন সুগন্ধি শ্বেত পুষ্প, শ্বেত চন্দন, শ্বেত নববস্ত্র, মনোহর শ্বেত শঙ্খ, শ্বেত পুষ্পের মালা, শ্বেত পদ্ম ও শ্বেতবর্ণের ভূষণ। ইহা যেন পুন্যের প্রতিমা পবিত্রতার পূজা, তাই মূর্তি শুদ্ধ সত্ত্বরূপিনী শ্বেতাঙ্গিনী ও তাঁর সব কিছুই শুভ্রময়। পূজার দিন অতি প্রত্যুষে ফুল, বিল্বপত্র, দুর্বা, ইত্যাদি চয়ন করে পূজার সকল প্রকার অর্ঘ্য আয়োজন করা হয়। দধি, দুগ্ধ, নৈবদ্যাদি ইত্যাদি পূজার উপাচার সাজিয়ে দেবীর সম্মুখে নিজ নিজ পুস্তক, দোয়াত-কলম, জলমিশ্রিত দুধ ও কুল সাঁজিয়ে দিতে হয়। ব্রাক্ষ্মণ পুরোহিত বৈদিক মন্ত্র পাঠ করে বিল্বপত্র, পুষ্প, ফল, জল দিয়ে সরস্বতী দেবীর পূজা করেন। পূজার পর সকলে সমবেত হয়ে ভক্তিপূর্ণ চিত্তে করজোড়ে সরস্বতী দেবীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করে বিদ্যা লাভের জন্য প্রার্থনা জানায়।

সরস্বতী মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে।
বিশ্বরূপে বিশালাক্ষী বিদ্যাং দেহি নমোহস্তুতে।।

অর্থ ঃ হে মহাভাগ সরস্বতী, হে বিদ্যাদেবী পদ্মফুলের মতো চক্ষুবিশিষ্ট, হে বিশ্বরূপা বিশাল চোখের অধিকারিনী আমাকে জ্ঞান, বিদ্যা দাও। আমরা সকলেই তোমাকে প্রনাম করি।

প্রয়োজনে ঃ

+৮৮ ০১৭১২-০৩৬০৫৫

নিবেদক

(শ্রী নিখিল রঞ্জন দাম)
আরামবাগ, বোষপাড়া
জামালপুর- ২০০০।
বাংলাদেশ।

GODDESS SARASWATI

- Swapnil Dey

MOTHER OF ALL THINGS
WATCH OVER ME TONIGHT
HOLD ME IN YOUR ARMS
UNTILL THE MORNING LIGHT.

BLESSED BE THE MOTHER GODDESS
BY ALL HER MANY NAMES
MAY SHE BLESS MY FAMILY AND FRIENDS
MAY SHE BLESS THE ANIMALS OF THE WORLD
AND PEOPLE EVERYWHERE

MA SARASEATI GODDESS OF THE KNOWLEDGE AND WISDOM
SHINING THE SKY ABOVE
BATHE ME IN YOUR MAGICAL LIGHT AND
PROTECT ME WITH YOUR POWER.

Australian Visas & Migration

First Consultation FREE!

- Planning to lodge your visa application? Please give us a call today.
- We can advice the best possible pathways and assist you in all Immigration matters from Temporary to Permanent visas.
- If you are in difficulties to quality for Permanent Residency visa, your current visa could still be a qualifying factor which could lead you to a better future.

We can provide expert assistance with:

Onshore and offshore applications • Temporary and Permanent Residency Visas
State Sponsorship & Skilled Migration • Family, Partner & Spouse Migration
ENS/RSMS/457 Visa • Business Migration • Student Visa
Migration Review Tribunal (MRT) • Refugee Review Tribunal (RRT) • Citizenship

Mohammad Ahasan Ali
Registered Migration Agent
Managing Director

Imml Visa
Suite 5, 3A Railway PDE North,
Kogarah NSW 2217
E-mail : ozimmivisa@yahoo.com.au
Web : www.immivisa.com.au
Tel : 02 8065 2448, Mob : 0433 509 853

MIA
MEMBER OF MIGRATION INSTITUTE OF AUSTRALIA
Migration Agents Registration Number
0851085
www.mara.gov.au